তারিখ ৬/১১/২০০০
পৃষ্ঠা ১-২ কলাম ১

দৈনিক জনকণ্ঠ

35

ভর্তিযুদ্ধ আসন্ন ॥ উদ্বিগ্ন অভিভাবক স্কুলে স্কুলে ঘুরছেন ফরমের জন্য, বেশিরভাগই ফিরছেন হতাশ হয়ে

শরিফুজ্জামান পিন্টু

রাজধানীর নামীদামী স্কুলের সামনে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা নিয়ে ঘর্মাক্ত, ক্লান্ত অভিভাবক ও কিশোর-কিশোরীদের ভিড় দেখেই আঁচ করা যায় ভর্তি যুদ্ধের মৌসুম শুরু হয়েছে। বছর জুড়ে গাইড, কোচিং ও টিউশনি দিয়ে সন্তানকে ভর্তি যুদ্ধের ময়দানে পাঠানোর আগে অভিভাবকদের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। এর বাস্তবচিত্র রবিবারের ঘটনা। রাজধানীর ইস্কাটনস্থ এজি মিশন স্কুল থেকে ভর্তি ফরম নেয়ার জন্য রবিবার ভোররাত থেকে কয়েক শ' অভিভাবক লাইনে দাঁড়ান। আগে এলে আগে পাবেন ভিত্তিতে মাত্র ৫০/৬০ অভিভাবক ফরম পান। বাকি ৩/৪শ' অভিভাবক হতাশ হয়ে ফিরে যান।

এদিকে শীর্ষস্থানীয় ভিকারুন্নিসা নূন স্কুলে ভর্তি ফরম বিতরণের শেষ দিনে প্রথম শ্রেণীতে প্রতিটি আসনের বিপরীতে ছয়টি আবেদন পড়েছে। ইংলিশ মিডিয়ামে ষষ্ঠ শ্রেণীতে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদন পড়েছে সাতটি। ভিকারুন্নিসা নূন স্কুল এ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ হামিদা আলী বলেন, প্রথম শ্রেণীতে ছয় শ' থেকে সাড়ে ছয় শ' আসনের জন্য প্রায় চার হাজার আবেদন পড়েছে। ষষ্ঠ শ্রেণীতে ইংলিশ মিডিয়ামে ৫০টি আসনের জন্য আবেদন পড়েছে প্রায় সাড়ে তিন শ'। এক প্রশ্নের জবাবে অধ্যক্ষ বলেন, এই স্কুলে আসন আর বাড়ানোর কোন সুযোগ নেই।

ইস্কাটনস্থ এজি মিশন স্কুলে ইংলিশ মিডিয়াম প্লে গ্রুপে পঞ্চাশজনের মতো শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। বাংলা মিডিয়াম লোয়ার শিশু শ্রেণীতে ৭০/৮০ শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। এই স্কুলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে পড়ুয়া শিক্ষার্থীর আপন ভাইবোন অগ্রাধিকার পায়। তাদের জন্য গত ১ ও ২ নবেম্বর স্পেশাল ফরম দেয়া হয়। স্কুলটির আসন সংখ্যার অধিকাংশই ঐসব ফরম যাচাইবাছাইয়ে পূরণ হয়ে যাবে। কর্তৃপক্ষ সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য রবিবার ৫০/৬০টি ফরম বিতরণের সিদ্ধান্ত নেয়। অভিভাবকরা এই খবর জানতে পেরে রবিবার ভোররাত থেকে ফরমের আশায় লাইনে দাঁড়ান। কর্তৃপক্ষ সিরিয়াল অনুযায়ী ৫০/৬০ জন অভিভাবককে ফরম দেয়। বাকি ৩/৪শ' অভিভাবক নিরাশ হয়ে ফিরে যান।

জানা যায়, রাজধানীতে সরকারী ও বেসরকারী মানসম্মত

(১১- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

ভর্তিযুদ্ধ আসন্ন

(১২-এর পাতার পর)

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা গোটা ত্রিশেক। এসব স্কুলে সন্তানকে ভর্তি করাতে অভিভাবকদের টেনশন এখন চরমে। বেসরকারী নামীদামী স্কুলগুলো ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করেছে। সরকারী ২৪টি স্কুলের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করে দেবে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর। সরকারী স্কুলগুলোতে প্রথম ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে সাধারণত ৬০ শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। অন্যান্য শ্রেণীতে আসন খালি থাকা সাপেক্ষে শিক্ষার্থী নেয়া হয়। শিক্ষা অধিদফতরের উপ-পরিচালক (মাধ্যমিক শিক্ষা) সৈয়দা নাসিমা হায়দার বলেন, রাজধানীর ২৪টি সরকারী স্কুলের ভর্তি পরীক্ষা সম্পর্কে এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি। খুব তাড়াতাড়ি এই সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। তিনি বলেন, স্কুলগুলোতে কত আসন খালি আছে এই তথ্য দিতে কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেয়া হচ্ছে।

জানা যায়, রাজধানীর মানসম্মত প্রায় সকল বেসরকারী স্কুল ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করেছে। উদয়ন স্কুলে ১৬ নবেম্বর থেকে ২৩ নবেম্বর পর্যন্ত ভর্তি ফরম দেয়া হবে। ভর্তি পরীক্ষা হবে ২৬ নবেম্বর। এই স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে (কেজি) তিন সেকশনে পঞ্চাশজন করে মোট দেড় শ' শিশু ভর্তি করা হবে। স্কুলটির অন্যান্য শ্রেণীতে স্বল্পসংখ্যক আসনে জানুয়ারিতে ভর্তির চিন্তাভাবনা করা হয়েছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পঞ্চাশটি আসন থাকলেও ৪০টি পূরণ হবে বুয়েটের শিক্ষক বা অন্যান্যের সন্তানদের ভর্তি করার মাধ্যমে। বাকি দশটি আসনে বাইরের শিক্ষার্থীরা ভর্তির সুযোগ পাবে। লালমাটিয়া হাই স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ৩০ জন এবং ষষ্ঠ শ্রেণীতে দুই সেকশনে এক শ' শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। জানুয়ারিতে শুরু হবে ভর্তি প্রক্রিয়া। মতিঝিল সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে ৬০, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৬০ ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে ১২০ শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। শিক্ষা অধিদফতরের সিদ্ধান্ত পেলেই ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানান।